ইউনিট ১
কৃষি সম্প্রসারণের প্রাথমিক ধারণা

ইউনিট ১ কৃষি সম্প্রসারণের প্রাথমিক ধারণা

মানুষের জন্য বিদ্যালয় বহির্ভূত কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কৃষি সম্প্রসারণ বলা হয়। সদ্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়াই ছিল সম্প্রসারণ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন কৌশল হিসেবে ১৮৭৩ সনে সম্প্রসারণের প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৯২ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রথম রিচার্ড মাল্টন আমেরিকায় নিয়ে যান এবং শিকাগো স্টেটে সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালু করেন। তিনি উপদেশ, পরামর্শ, ফলাফল ও পদ্ধতি প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের নিকট প্রযুক্তি পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। আরও পরে ১৯১৪ সনে স্মিথ লিভার আইন পাশ হওয়ার পর সম্প্রসারণ আমেরিকায় গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণ সম্প্রসারণ শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয় ফলে ১৯০০ শতাব্দির গোড়ার দিকে প্রায় সব দেশেই সম্প্রসারণ ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। এ ইউনিট অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি সম্প্রসারণের দর্শন, উদ্দেশ্য, নীতি ও সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

পাঠ ১.১ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- কৃষি সম্প্রসারণের গোড়ার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

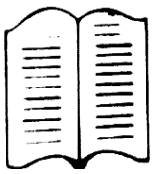

আমাদের দেশের কৃষক সারাদিন পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, নিজেরা ভোগ করে ও অন্যকে যোগান দেয়। আমাদের দেশের কৃষকের সঙ্গে উন্নত বিশ্বের কৃষকের কোন তুলনাই করা যায় না। আমাদের কৃষকরা মানবেতর জীবন যাপন করে, তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিশেষ করে প্রতি বৎসর বন্যা, খরা ও কৃষি উপকরণের উর্ধমূল্য কৃষকদের মধ্যে মারাত্তক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র কৃষক আরও ক্ষুদ্র হয়েছে। বর্গাদার কৃষক হয়েছে ভূমিহীন। জমির মালিকানা বিশ্লেষণ করলে কৃষকদের অবস্থা বুঝতে পারা সহজ হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯১ সনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, আমাদের দেশের ক্ষুদ্র কৃষকের শতকরা হার ১৯৭৭-৭৮ সালের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সাল নাগাদ বেড়েছে শতকরা ২০.৬২। একইভাবে মাঝারি ও বড় কৃষকের শতকরা হার কমেছে। শুধু তাই নয় খামারের গড় আয়তন তুলনামুলকভাবে কমে গেছে। মাঝারি ও বড় কৃষকের ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে লেখাপড়া করে এবং স্বাধীন জীবন যাপন করে। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষকের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করার খুব সামান্যই সুযোগ হয়, তারা প্রায় মানবেতর জীবন যাপন করে। নিচের সারণিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ চাষী পরিবারের মাথাপিছু এক হেক্টরের কম জমি রয়েছে।

বাংলাদেশের চাষী পরিবারকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ভূমিহীন চাষী, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় চাষী।

যতটুকু জমিতে চাষাবাদ হয় সে ভিত্তিতে চাষী পরিবারের শ্রেণিবিভাগ	চাষী পরিবারের শ্রেণী (মোটের শতকরা হার)	চাষাবাদের এলাকা (মোটের শতকরা হার)
ভূমিহীন পরিবার (যারা ০.০২ একরের কম জমি চাষ করে)	১৯	১
প্রান্তিক চাষী পরিবার (ক্ষুদ্রাকার মাঠসহ) যারা ০.০২ থেকে ০.২ হেক্টর জমি চাষ করে)	১৯	৩
ক্ষুদ্র চাষী পরিবার (যারা ০.২ থেকে ১.০ হেক্টর জমি চাষ করে)	৩৭	২৬
মাঝারি চাষী পরিবার (যারা ১.০ থেকে ৩.০ হেক্টর জমি চাষ করে)	২০	৪৪
বড় চাষী পরিবার (যারা ৩.০ হেক্টরের অধিক জমি চাষ করে)	৪	২৬
মোট	১০০	১০০

ভূমিহীনদের পেশার কোন ঠিক নেই। তারা বিভিন্ন উপায়ে তাদের জীবিকা অর্জন করে থাকে। তাদের কেউবা বর্গাচাষ করে, কেউবা মজুর খাটে, কেউবা ছোটখাট ব্যবসা করে। আবার কেউবা হাঁস মুরগি, ছাগল ভেড়া ইত্যাদি পালন করে। এ শ্রেণির লোকেরা মোটামুটি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থান অর্থনৈতিক দিক থেকে কোথায় তা সহজে বুঝানোর জন্য কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় নিচের ছকে দেখানো হলো ঃ

বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ২৩৫ ডলার যা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব কম।

দেশের নাম	মাথাপিছু বার্ষিক আয় (১৯৯৫-৯৬) মার্কিন ডলারে।
জাপান	৩৪,৬৩০
জার্মান	২৫,৫৮০
শ্রীলংকা	৫৫০
পাকিস্তান	৪৪০
ভারত	৩৪০
বাংলাদেশ	২৩৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৫,৮৬০

শিক্ষার হারও খুব কম মাত্র ৩৩ ভাগ মানুষ শিক্ষিত।

উল্লিখিত তথ্য থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমাদের অবস্থান কোথায়। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হিসেবে আমাদের পরিচিতি আজ বিশ্বজুড়ে। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষার হার শতকরা প্রায় ৩৩। অনেকের মতে, সত্যিকার অর্থে কার্যকরি শিক্ষার শতকরা হার মাত্র ২৩। সব মিলিয়ে আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার। তাই প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্যক অবদানের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা উচিত।

অনুশীলন (Activity) : *পৃথিবীর ১০টি প্রথম সারির দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় কত তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।*

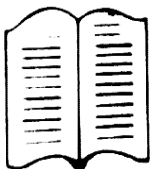

সারমর্ম : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত খারাপ। বিশেষ করে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি ও কৃষি উপকরণ উর্ধ্বমূল্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। এছাড়াও ভূমিহীনদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৪৬ ভাগ। শিক্ষার হারও খুব কম। অনেকের মতে কার্যকর শিক্ষার শতকরা হার মাত্র ২৩ ভাগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক) সাধারণত একজন ক্ষুদ্র কৃষকের কতটুকু জমি থাকে?

i) .০০-০২.৪৯ হেক্টর
ii) .০৫-০২.৪৯ হেক্টর
iii) .১৯-০৫.৩২ হেক্টর
iv) .২ - ১.০ হেক্টর

খ) মাঝারি কৃষকের কতটুকু জমি থাকে?

i) ০৫.৩২-০৯.৪৯ হেক্টর
ii) .০৫-০৯.৪৯ হেক্টর
iii) ০২.৫০-০৭.৪৯ হেক্টর
iv) ১.০০-৩.০০ হেক্টর

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. ভূমিহীন পরিবারের চাষাবাদের এলাকা শতকরা ---------- ভাগ।
খ. বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ---------- মার্কিন ডলার।

৩। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ভূমিহীনদের পেশার কোন ঠিক নেই।
খ. বাংলাদেশের শিক্ষার শতকরা হার ২৫ শতাংশ।

পাঠ ১.২ সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি সম্প্রসারণের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি সম্প্রসারণের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

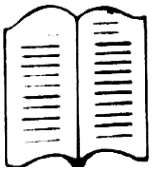

কৃষি সম্প্রসারণ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা বা সেবা যা কৃষকদের খামার পদ্ধতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নসহ উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি করে এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। 'উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও যোগাযোগ' শীর্ষক এক বইয়ে সম্প্রসারণের জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মিলন। এই বইখানি ও পি দাহামা ও ও পি ভাটানগর কর্তৃক প্রণীত। তাঁদের মতে সম্প্রসারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন অক্ষর জ্ঞান বা ব্যাকরণ শেখানো হয় না। কিন্তু কীভাবে ভাল ফসল উৎপাদন করতে হয়, দক্ষতার সাথে কীভাবে গৃহ ব্যবস্থাপনা করতে হয়, কীভাবে পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখানো হয়ে থাকে। সংক্ষেপে পল্লীর জনগণের জন্য বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কৃষি সম্প্রসারণ বলা হয়। আসুন, এবার দেখি কৃষি সম্প্রসারণ কী? কৃষি সম্প্রসারণ বলতে কী বুঝায়? কৃষি সম্প্রসারণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ একটি সমাজ বিজ্ঞান যেখানে চাষীদের উৎপাদন সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সমস্যার সমাধান করতে চাষীদের সাহায্য করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণের জন্ম লগ্নে মূল দায়িত্ব ছিল উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি সাধারণ কৃষকদের শিক্ষা দেওয়া। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন কৌশল হিসেবে ১৮৭৩ সনে সম্প্রসারণের প্রবর্তন হয়। সম্প্রসারণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তকদের মধ্যে রিচার্ড মল্টন ছিলেন অন্যতম। গোড়াতে সম্প্রসারণের সাথে কৃষি শব্দটি যুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে সম্প্রসারণ যুক্ত হয়, যেমন- কৃষি সম্প্রসারণ, পরিবার পরিকল্পনা সম্প্রসারণ, মৎস্য সম্প্রসারণ, পুষ্টি বিজ্ঞান সম্প্রসারণ ইত্যাদি। যাহোক ইংল্যান্ডই প্রথম সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে এবং সাংগঠনিক রূপ দেয়। এর মাত্র ১০ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য বহু দেশে সম্প্রসারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে।

রিচার্ড মল্টন ১৮৯২ সনে ইংল্যান্ড হতে প্রথম সম্প্রসারণের বার্তা নিয়ে আমেরিকায় যান এবং শিকাগো স্টেটে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রথম পরিচালক হন এবং কৃষকদের উপদেশ, পরামর্শ, ফলাফল প্রদর্শন পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে ১৯০২ সনে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে ডঃ সিম্যান ন্যাপ খামার ও গৃহ পরিদর্শন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সে সময় তুলা ফসলকে পোকার হাত থেকে রক্ষা করা হয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বদৌলতে। কৃষি কাজে সহায়তা করার জন্য ১৯০৭ সনে প্রথম কাউন্টি ডেমনেস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়। ডঃ সিম্যানই আমেরিকার সম্প্রসারণের জনক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালু থাকলেও সে সময় সেখানে সম্প্রসারণ শব্দের ব্যবহার ছিল না। ১৯১৪ সনে স্মিথ লিভার আইন পাশ হওয়ার পর সম্প্রসারণ আমেরিকায় গৃহীত হয় এবং দেশব্যাপী সহযোগিতামুলক ফেডারেল স্টেট কাউন্টি কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ল্যান্ড গ্র্যান্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণ কাজকে সহযোগিতামুলক সম্প্রসারণ কর্ম বলা হয়। কারণ ফেডারেল, স্টেট ও কাউন্টি সরকারের সহযোগিতায় সম্প্রসারণ কাজ আলানো হয়।

১৯১৪ সনে স্মিথ লিভার আইন পাশের মাধ্যমে আমেরিকায় ও পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণ কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেয় ফলে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশেও ১৯১৪ সনেই কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের দায়িত্ব ও কর্তব্যই হচ্ছে উন্নয়নমুলক কর্মতৎপরতা, জনগণের শিক্ষার উন্নতি, আর্থিক উন্নতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ইত্যাদি। সম্প্রসারণ মনিষীরা সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেমনঃ

কৃষি সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখি ও গণমুখি এবং ব্যক্তির আকস্মিক আচরণের পরিবর্তন আনায়নের প্রক্রিয়া।

১। কৃষি সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া ঃ এরূপ বলার কারণ হচ্ছে সম্প্রসারণ একদিকে কৃষকদের সমস্যাদি সমাধানের জন্য গবেষণাগার হতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকের নিকট গ্রহণোপযোগী আকারে পৌঁছে দেয় ও যথাযথভাবে প্রয়োগে সাহায্য করে। অন্যদিকে কৃষকের সমস্যাদি সংগ্রহ করে গবেষণাগারে প্রেরণ করে। এ দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যতই শক্তিশালী হবে সম্প্রসারণ কাজ কৃষকদের জন্য ততই হবে কল্যাণকর।

২। সম্প্রসারণ একটি গণমুখী শিক্ষা ঃ শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী সকল লোককে শিক্ষা দেওয়া সম্প্রসারণের কর্তব্য। গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে সকল বয়সের, সকল পেশার লোককে কৃষি বিষয়ক শিক্ষায় আকৃষ্ট করা সম্প্রসারণের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ কারণেই কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় গণমুখী শিক্ষা।

৩। সম্প্রসারণ ব্যক্তির আকাঙ্খিত আচরণের পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া ঃ সম্প্রসারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির আচরণে অর্থাৎ তার জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবে পরিবর্তন আনয়ন করা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষকদেরকে তাদের সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতির স্থলে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে ধারাবাহিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ফলে কৃষকগণ উন্নত জাতের বীজ, সুষম সার, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার করে তাদের আচরণের সামগ্রিক পরিবর্তন আনছে। সুতরাং কৃষি সম্প্রসারণ ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। কৃষি সম্প্রসারণকে আরও বহুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন- কৃষি সম্প্রসারণ হচ্ছে করে শেখা ও দেখে বিশ্বাস করা, জনগণকে চাহিদা নির্ণয় করতে শেখানো ও চাহিদা পূরণের উপায় শেখানো; সমাজের, ব্যক্তির ও নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘাটানো। যেহেতু মানুষের জানা ও শেখার শেষ নেই তাই কৃষি সম্প্রসারণকে একটি অবিরাম শিক্ষা প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

অনুশীলন (Activity) : *কৃষির উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণের ভূমিকা উল্লেখ করুন।*

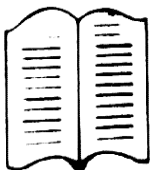

সারমর্মঃ কৃষি সম্প্রসারণ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা বা সেবা যা কৃষকদের খামার পদ্ধতি বা প্রযুক্তির উন্নয়নসহ উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি করে এবং জনগণের জীবনযাত্রায় মান উন্নয়নে সাহায্য করে। কৃষি সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, একটি গণমুখী শিক্ষা ও ব্যাক্তির আকাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া। কৃষি সম্প্রসারণের দায়িত্ব হলো কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষা দেওয়া। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ১৮৭৩ সনে ইংল্যান্ড হতে প্রথম সম্প্রসারণের প্রবর্তন হয়। রিচার্ড মল্টন ১৮৯২ সনে ইংল্যান্ড হতে প্রথম সম্প্রসারণের বার্তা নিয়ে আমেরিকায় যান এবং শিকাগো স্টেটে সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু করেন। স্মিথ লিভার আইন ১৯১৪ সনে পাশ হওয়ার পর সম্প্রসারণ আমেরিকায় গৃহীত হয় ও চালু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়?

i) কৃষি সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।
ii) কৃষি সম্প্রসারণ একটি গণমুখী প্রক্রিয়া।
iii) কৃষি সম্প্রসারণ একটি ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।
iv) কৃষি সম্প্রসারণ একটি উৎপাদন বাড়ানোর প্রক্রিয়া।

খ. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন কৌশল হিসেবে সম্প্রসারণের প্রবর্তন হয় কত সালে?

i) ১৯৭৩ সালে
ii) ১৮৭৩ সালে
iii) ১৮৯৩ সালে
iv) ১৮৯৪ সালে

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. রিচার্ড মল্টন প্রথম ইংল্যান্ড হতে ---------- সম্প্রসারণ বার্তা নিয়ে যান ১৮৯২ সালে।
খ. আমাদের দেশে ---------- সালে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম অর্থ বরাদ্দ করে।
খ. কৃষি সম্প্রসারণের মূল দায়িত্ব হলো উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি সাধারণ কৃষকদের শিক্ষা দেয়া।

পাঠ ১.৩ কৃষি সম্প্রসারণের দর্শন ও নীতিমালা

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- কৃষি সম্প্রসারণের দর্শন বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি সম্প্রসারণের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন
- কৃষি সম্প্রসারণের কাজের পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

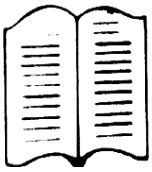

উদ্দেশ্য বলতে সহজভাবে আমরা বুঝি আকাঙ্খিত ফল। উদ্দেশ্যকে কার্য সম্পাদনের দিক দর্শনও বলা হয়। কোন কাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর পরই কর্মসূচি গতিময় হয়। তাই যে কোন কাজের সফলতার জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষামুলক উদ্দেশ্য অর্থাৎ কৃষকদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের আকাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করা। সম্প্রসারণ কাজের উদ্দেশ্যকে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) মৌলিক উদ্দেশ্য
(২) সাধারণ উদ্দেশ্য
(৩) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

সম্প্রসারণ কাজের তাৎপর্য যে বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ পায় তাকে মৌলিক উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন- কৃষি ও কৃষকের সার্বিক উন্নয়ন সম্প্রসারণের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এখানে নির্দিষ্ট কোন কিছু অর্জনের দিক নির্দেশনা নাই। যে সমস্ত বর্ণনা কোন কিছু অর্জন করার শুধুমাত্র দিক নির্দেশ করে সেগুলোকে সাধারণ উদ্দেশ্য বলে, যেমন- খাদ্যশস্য উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়া। যে সমস্ত বর্ণনায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক কৃষকের নির্ধারিত বিষয়ে পরিবর্তন আনা হবে বুঝায়, সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বলা হয়, যেমন- আগামী শীত মৌসুমে বলরামপুর গ্রামের ৫০ জন গম চাষী আধুনিক পদ্ধতিতে গমের চাষাবাদ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করত গম চাষ করে দেখাতে পারবেন। যাহোক আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জনগণের কল্যাণের জন্য নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী গ্রহণ করেছে :

১। কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সদ্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি গ্রহণোপযোগী আকারে দ্রুত কৃষকের নিকট পৌঁছানো ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
২। স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৩। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের সমবায়ী ও সাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
৪। কৃষক পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫। পল-ী উন্নয়নের নিমিত্ত চাষী ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করা।
৬। বিভিন্ন দপ্তর, গবেষণাগার, সংগঠন হতে প্রাপ্ত তথ্য, প্রযুক্তি কৃষকের নিকট পৌঁছানো এবং কৃষকের নিকট হতে সংগৃহীত সমস্যা গবেষণাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক মহৎ কাজের দর্শন থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ কাজেরও দর্শন আছে। বিভিন্ন মনিষী কৃষি সম্প্রসারণের দর্শন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কৃষি সম্প্রসারণ কাজের নীতি ও কী কী বিষয়বস্তু থাকা উচিত তা সম্প্রসারণ কাজের দার্শনিক জিজ্ঞাসার ফল। কৃষি সম্প্রসারণ কাজের মূল দার্শনিক তত্ত্ব হল "জনগণকে এমনভাবে সাহায্য করা যেন তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে"।

কৃষি সম্প্রসারণের দার্শনিক তত্ত্ব হলো জনগণকে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

তাই সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞগণ নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি দ্বারা দর্শনের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

১। সম্প্রসারণ একটি শিক্ষা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবে আকাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়।
২। সম্প্রসারণ হচ্ছে পুরুষ, মহিলা, যুবক, বালক, বালিকা প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য কাজ করা।

৩। সম্প্রসারণ হচ্ছে কাজ করে শেখা ও দেখে বিশ্বাস করা।
৪। সম্প্রসারণ হচ্ছে ব্যক্তির উন্নয়ন, নেতৃত্বের উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন এবং পরিশেষে পৃথিবীর উন্নয়ন।
৫। সম্প্রসারণ হচ্ছে মানুষের সঙ্গে কাজ করে তাদের সুখ ও কল্যাণ সম্প্রসারিত করা।
৬। সম্প্রসারণ হচ্ছে স্থানীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনয়ন করা।
৭। সম্প্রসারণ হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করা।
৮। সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।
৯। সম্প্রসারণ একটি অবিরাম শিক্ষা প্রক্রিয়া।
১০। কৃষি সম্প্রসারণ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

নীতি হলো কোন কাজ করার সুনির্দিষ্ট কতকগুলো নিয়ম যা মেনে চললে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়।

নীতি বলতে আমরা সহজভাবে বুঝি কোন কাজ করার সুনির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম যা মেনে চললে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষার নীতিমালা পেশাদারী হাতিয়ার ও বিধান হিসেবে অনুসরণযোগ্য। সম্প্রসারণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সম্প্রসারণের নীতিমালা একান্তভাবে মনে রাখা দরকার। কোন কাজ সম্পাদনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা ভালভাবে মনে রাখতে হবে ঃ

১। কৃষি সম্প্রসারণ কোন দাতব্য কার্যক্রম নয় এবং কোন ক্রমেই এমন মনে করা ঠিক নয় যে কিছু দান করতে পারছিনা এবং এর জন্য আমি দোষী। মানুষকে কিছু দান করার নীতি ভিক্ষুকের জন্ম দেয়।
২। কৃষি সম্প্রসারণ কখনই মানুষের ওপর কোন জোর জবরদস্তি করে না। মানুষের মধ্যে অবশ্যই এ অনুভূতি আনতে হবে, যেন তারা তাদর সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীর সাহায্য চায়।
৩। জনগণকে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তাহলেই তারা সমস্যার সামাধান শিখতে পারবে।
৪। সম্প্রসারণ কর্মী অবশ্যই ধীরে অগ্রগতি সাধন করবেন। সব সময় খুব দ্রুত ও অনেক বেশি কাজ করা হতে বিরত থাকবেন।
৫। সম্প্রসারণের উন্নয়ন প্রধানত স্থানীয় নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ ও কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে। তাই সম্প্রসারণ কর্মীর ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দরকার যেন তাদের জ্ঞানে ও দক্ষতায় কোনরূপ ঘাটতি না থাকে এবং তারা কোন ভুল না করে। সম্প্রসারণ কর্মীর বা স্থানীয় নেতাদের ভুলের কারণে জনগণ তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

সম্প্রসারণ কার্যক্রম কার্যকর ও ফলপ্রসুভাবে সম্পাদনের জন্য ৬টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যথা- জরিপ, কাজের পরিকল্পনা, কর্মপঞ্জি, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পুনর্বিবেচনা।

প্রতিটি কাজই ধারাবাহিকভাবে স্তর ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হয়। সম্প্রসারণ কার্যক্রম এর ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রসারণ কাজ ফলপ্রসুভাবে সম্পাদনের জন্য ৬টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা-
১। জরিপ ২। কাজের পরিকল্পনা ৩। কর্মপঞ্জি
৪। বাস্তবায়ন ৫। মূল্যায়ন ৬। পুনর্বিবেচনা।

১। **জরিপ ঃ** সম্প্রসারণ জরিপ দ্বারা আমরা একটি এলাকার সামাজিক অবস্থা কেমন ও কী অর্থনৈতিক সম্পদ আছে তা জানতে চাই এবং সমস্যাগুলো নির্ধারণ করতে চাই। জরিপ দিয়ে এটাও পরিমাপ করা হয় যে বর্তমানে পূর্বের অবস্থা অপেক্ষা কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে। তবে প্রাথমিক জরিপ পরবর্তী কাজের অগ্রগতি পরিমাপের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাথমিক জরিপে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি জানা যায়ঃ

- বর্তমান অবস্থা কী?
- অন্তর্নিহিত কারণগুলো কী কী?
- স্থানীয়ভাবে কী কী সম্পদ পাওয়া যায়?
- সুষ্ঠুভাবে কাজ করার কী কী বহিঃসম্পদ প্রয়োজন?
- আকাঙ্খিত অবস্থায় পৌঁছতে হলে কী কী পরিবর্তন আনা উচিত?

উলি- খিত বিষয়াদি জানার পর সামর্থ ও পরিধির মধ্যে সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

২। **সম্প্রসারণ কাজের পরিকল্পনা ঃ** জরিপের মাধ্যমে আমরা সামাজিক অবস্থা শনাক্ত করেছি, কী সম্পদ আছে তাও জেনেছি। এবার ধাপে ধাপে সমস্যাদির সমাধান করাই হল পরবর্তী পদক্ষেপ। আর এই ধাপগুলোর সমষ্টিই হল পরিকল্পনা। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ উদ্দেশ্য স্থিরকরণ, শিক্ষা পদ্ধতি বা কর্ম পদ্ধতি নির্বাচন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট সহযোগিতা ও সাহায্য অনুসন্ধান, দিনপঞ্জী তৈরিকরণ এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন। সম্প্রসারণ কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিটি স্তরে জনগণের নেতৃবৃন্দকে রাখতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা নিতে হবে।

৩। **কর্মপঞ্জি ঃ** কর্মপঞ্জি হচ্ছে কীভাবে এবং কখন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তার বিস্তারিত নক্শা। কর্মপঞ্জির একটি ছক নিচে দেওয়া হলো।

সময়সূচি তারিখ/সময়	কাজের নাম	কীভাবে করা হবে (শিক্ষাদান পদ্ধতি)	শিক্ষাদান সহায়ক সামগ্রী	কী কী যন্ত্রপাতি লাগবে	কে দায়িত্বে থাকবেন

৪। **সম্প্রসারণ কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ** স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং যে কর্মপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে তা যত্নের সঙ্গে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করাই সম্প্রসারণ কর্মীর পবিত্র দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সম্প্রসারণ কর্মীকে অবশ্যই নিয়মানুবর্তী, অধ্যাবসায়ী ও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। তবে প্রয়োজনের তাগিদে কোন পরিবর্তন দরকার হলে তা অবশ্যই করা যাবে, তবে সেক্ষেত্রেও জনগণের অংশ গ্রহণ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে লক্ষ্য যেন অর্জিত হয়, উদ্দেশ্য যেন সাধিত হয়।

৫। **সম্প্রসারণ কাজের মূল্যায়ন ঃ** সম্প্রসারণ কাজের বাস্তবায়ন পরিকল্পিত রূপরেখা অনুযায়ী হচ্ছে কীনা, নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন ও উদ্দেশ্য সাধনে কাজ অগ্রসর হচ্ছে কীনা মাঝে মাঝে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। মূল্যায়নের মাধ্যমেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়ে কর্মসূচি পূনর্বিবেচনার সুযোগ পাওয়া যায়, অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথে কার্যাদি পরিচালনার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

৬। **পুনর্বিবেচনা ঃ** সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল্যায়ন, কর্মসূচি পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ করে দেয়। এ স্তরে সম্প্রসারণ কর্মী সিদ্ধান্ত নেন যে কর্মসূচি বর্তমান উদ্দেশ্য অনুযায়ী চালিয়ে নেওয়া হবে কিনা, বা উদ্দেশ্য সংশোধন করতে হবে কিনা ইত্যাদি। পুনর্বিবেচনার অর্থ হচ্ছে কর্মসূচির এক চক্র বাস্তবায়ন শেষে নবায়ন করা, নতুন কর্মপঞ্জি তৈরি করে কর্মসূচি পুনর্গঠিত করা।

অনুশীলন (Activity) : *সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যমুলো কী? সফলভাবে সম্প্রসারণ কাজ করার জন্য কী করা দরকার তা আলোচনা করুন।*

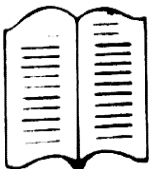

সারমর্মঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাঙ্খিত ফল। উদ্দেশ্যকে কর্ম সম্পাদনের দিক দর্শনও বলা যায়। কৃষি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়- মৌলিক, সাধারণ ও সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য।
কৃষি ও কৃষকের সার্বিক উন্নয়ন সম্প্রসারণের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য, খাদ্যশস্য উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়া সাধারণ উদ্দেশ্য, আগামী শীত মৌসুমে বলরামপুর ইউনিয়নের কৃষকেরা গমের চাষাবাদ শিখে তদনুযায়ী চাষাবাদ করবে- একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। কৃষি সম্প্রসারণ কাজের মূল দার্শনিক তত্ত্ব হলো জনগণকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে। নীতি বলতে কাজ করার কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম যা মেনে চললে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষার নীতি হচ্ছে পেশাদারী হাতিয়ার ও বিধান হিসেবে অনুসরণযোগ্য। সম্প্রসারণ কাজ ফলপ্রসুভাবে সম্পাদনের জন্য ৬টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) জরিপ, (২) কাজের পরিকল্পনা (৩) কর্মপঞ্জি (৪) বাস্তবায়ন (৫) মূল্যায়ন (৬) পুনর্বিবেচনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্‌টি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য নয়?

i) স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
ii) কৃষক পরিবারের সকল সদস্যের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
iii) স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের সমবায়ী ও সাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
iv) সম্প্রসারণ হচ্ছে কাজ করে শেখা ও দেখে বিশ্বাস করা।

খ. জনগণকে সম্প্রসারণ নীতি অনুযায়ী কী করতে হবে?

i) জনগণকে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
ii) সম্প্রসারণ কর্মী জনগণকে প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশ দিবেন।
iii) সম্প্রসারণ কর্মী অবশ্যই ধীরে ধীরে অগ্রগতি সাধন করবেন এবং সব সময় খুব দ্রুত ও অনেক বেশি কাজ করা হতে বিরত থাকবেন।
iv) স্থানীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. সম্প্রসারণ কাজের উদ্দেশ্যকে প্রধানত: ---------- টি ভাগে ভাগ করা হয়।
খ. কর্মপঞ্জি হবে কীভাবে এবং --------- পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তার বিস্তারিত নক্‌শা।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. সম্প্রসারণ কাজের মূল দার্শনিক তত্ত্ব হলে "জনগণকে এমনভাবে সাহায্য করা যেন তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে।"
খ. সম্প্রসারণ কাজ ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১.৪ কৃষি সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি কর্মকান্ডে নিয়োজিত সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি বিভাগ বা সংস্থাসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- কৃষি কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

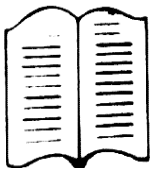

কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। কৃষি উন্নয়নে জড়িত বিভাগ বা সংস্থাগুলোর নাম ও সংক্ষিপ্ত কাজের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো ঃ

(ক) কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজ, কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি কৃষি শিক্ষা প্রদান করত কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীদল তৈরি করছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ২ টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪টি কৃষি কলেজ ও ১২টি সরকারি এবং ৪টি বেসরকারি কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট আছে।

(খ) কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, পশু সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি কৃষকদের সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। বর্তমানে দেশে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য জাতীয় পর্যায়ের ১০টি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে। গবেষণাগারগুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা এবং গ্রহীতার উপযোগী আকারে সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট হস্তান্তর করা।

(গ) উপকরণ বিতরণকারী সংস্হা ঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কীটনাশক বিক্রেতা সংস্থাসমূহ, সেচ যন্ত্র বিক্রেতা সংস্থাসমূহ, বীজ উৎপাদক ও বিক্রেতা সংস্থাসমূহ, সার বিক্রেতা সংস্থাসমূহ ইত্যাদি সংস্থাসমূহের কাজ হচ্ছে কৃষি উপকরণ, যথা- সার, বীজ, সেচযন্ত্র ও কীটনাশক দ্রব্যাদি কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা।

(ঘ) উপকরণ বিতরণ ও সম্প্রসারণ সংস্থা ঃ কিছু সংস্থা আছে যেগুলো সীমিত পরিমাণে উপকরণ বিতরণ করে এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেমন- পানি উন্নয়ন বোর্ড - সেচের পানি সরবরাহ করে এবং সেই সঙ্গে চাষাবাদ কলাকৌশল চাষী কর্তৃক গ্রহণ ও প্রয়োগে সহায়তা করে। চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা অন্যান্য কাজের মধ্যে চাষীদের ইক্ষু চাষাবাদ প্রশিক্ষণ দান ও প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করে।

(ঙ) বীজ অনুমোদন সংস্থা ঃ বিভিন্ন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে উদ্ভাবিত নতুন ফসলের জাতের অনুমোদন ও গুণগতমান বজায় রেখে বীজ উৎপাদন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে।

(চ) সমবায় সংস্থা ঃ বাংলাদেশের কৃষকদের একক মালিকানাধীন জমির পরিমাণ অত্যন্ড় কম হওয়ায় এককভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ একেবারেই সীমিত। তাই সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমবায় সমিতি গঠন, কৃষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ঋণের মাধ্যমে সরবরাহ ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রয়োগে সহায়তা করে।

(ছ) কৃষি সম্প্রসারণ ঃ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট গ্রহণোপযোগী আকারে পৌঁছানো এবং গ্রহণ ও ব্যবহারে সহায়তা করা। কৃষি

সম্প্রসারণের প্রধান কাজ হলো কৃষকদের সমস্যা চিহ্নিত করা, সমাধান খুঁজে বের করা এবং সমস্যা সমাধানকল্পে কর্মসূচি সংগঠন করা অর্থাৎ কর্মসূচি পরিকল্পনা করা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা।

(জ) বেসরকারি সংস্থা ঃ বাংলাদেশ রুর‍্যাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক), রংপুর-দিনাজপুর পল্লী সোসাইটি, ড্যানিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ডানিডা), কারিতাস, কো-অপারেটিভ ফর আমেরিকান রিলিফ এভরিহয়ার (কেয়ার), প্রশিকা, নিজেরা করি ইত্যাদি কয়েক হাজার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যারা কৃষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

অনুশীলন (Activity) : *কৃষি সম্প্রসারণ কাজের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিভাগ বা সংস্থা সমূহের কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।*

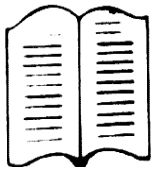

সারমর্ম : কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা কাজ করছে। কৃষি উন্নয়নে জড়িত সংস্থা ও বিভাগগুলোর নাম হলো ঃ কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। কৃষি উন্নয়নে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যেমন- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। উপকরণ বিতরণকারী সংস্থা, যেমন- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা; সার, বীজ ও কীটনাশক বিক্রেতা; সম্প্রসারণ সংস্থা; বীজ অনুমোদন সংস্থা; সমবায় সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

i) ৮টি
ii) ১০টি
iii) ১২টি
iv) ১৪টি

খ. কৃষি কলেজের সংখ্যা কয়টি?

i) ৪টি
ii) ৫টি
iii) ৬টি
iv) ৭টি

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বাংলাদেশের কৃষকদের এককভাবে ---------- ব্যবহারের সুযোগ একেবারেই কম।

খ. বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসমূহ --------- অবস্থার উন্নয়নে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গবেষণাগার গুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে পুরাতন প্রযুক্তিকে নতুনরূপে কৃষকদের নিকট পৌঁছানো।

খ. কেয়ার হলো : Co-operative for American Relief Everywhere.

পাঠ ১.৫ নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির উদ্দেশ্য ও উপাদান উল্লেখ করতে পারবেন।

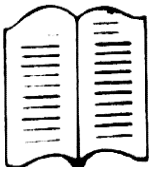

সরকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটাতে, দারিদ্র্য দূরীকরণে, আয় বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থান এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। এজন্যে কৃষির সার্বিক ব্যবস্থাপনা যাতে আরও অধিক লাভজনক হয় সেজন্য কৃষকদেরকে পর্যাপ্ত এবং উন্নত ও দক্ষ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান একান্ত দরকার। কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করতে ও সমস্যা সাবধানে সচতনতা বৃদ্ধি করতে, তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

এসবের ফলে তারা উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, দুগ্ধ ও মৎস খামার স্থাপন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবেন। বাংলাদেশে অনেক সংস্থাই কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করে থাকেন। এর মধ্যে অনেক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির উদ্দেশ্য

কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে দক্ষ, কার্যকর ও পরস্পরের সহযোগিতা এবং সম্পুরকমুলক সেবা প্রদানে উৎসাহিত করা যাতে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব হয়।

নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির উপাদান

প্রস্তাবিত কৃষি সম্প্রসারণ নীতিতে **১১**টি উপাদান রয়েছে যা সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হলো ঃ

১। **সকল শ্রেণির কৃষকদেরকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ঃ** সকল শ্রেণী অর্থাৎ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় খামারভুক্ত সকল পরিবারকে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা।

২। **দক্ষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ঃ** প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষি উপাদান, বাজারজাতকরণ ও সার্বিক খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষক সম্প্রদায়কে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা প্রদান করা। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় উক্ত কাজ সহজসাধ্য করা।

৩। **বিকেন্দ্রিকরণ ঃ** যেহেতু স্থান ভেদে কৃষি ও কৃষকের সমস্যার তারতম্য ঘটে থাকে তাই জাতীয় পর্যায় থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি তৈরি না করে স্থানীয়ভাবে কৃষকদের সহযোগিতায় নিম্নতম ধাপ থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি তৈরি করা।

কৃষকদের চাহিদা ও তাদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতেই কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

৪। **চাহিদাভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ ঃ** কৃষকদের চাহিদা ও তাদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতেই কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা। সমস্যা চিহ্নিতকরণে সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকদের সহযোগিতা করতে পারেন। এতে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রণীত সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে কৃষকদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। উক্ত পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে এলাকা উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

সম্পদ যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাই সকল শ্রেণির এবং সব ধরনের কৃষক দলের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কাজ করা।

৫। **সম্প্রসারণ কাজে সকল শ্রেণির কৃষক দলকে ব্যবহার করা ঃ** সম্পদ যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাই সকল শ্রেণির এবং সব ধরনের কৃষক দলের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কাজ করা। দলগত পদ্ধতিতে সম্প্রসারণ কাজে কৃষকগণ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে

পারেন। উক্ত পদ্ধতিতে একে অন্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে পরস্পর লাভবান হতে পারেন।

৬। **কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের সম্পর্ক জোরদারকরণ ঃ** কৃষি গবেষণা বা কৃষি সম্প্রসারণ কোনটার পক্ষেই এককভাবে কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব নয়। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অবশ্যই সম্পর্ক গড়ে উঠতে হবে। উক্ত লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৭। **সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ** সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সেবার মান উন্নত রাখা এবং কৃষকদের সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে সকল সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৮। **উপযুক্ত সম্প্রসারণ পদ্ধতি ঃ** প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয়াদির উপযোগিতা অনুযায়ী সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা। কোন একক পদ্ধতি প্রযুক্তি হস্তান্তরের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। কৃষি প্রদর্শনী, মাঠ ভ্রমণ, গণমাধ্যম, প্রশিক্ষণ, কৃষি মেলা, দলগত আলোচনা ইত্যাদি যে কোন একটি কিংবা একাধিক পদ্ধতি স্থানীয়ভাবে সম্প্রসারণ কর্মীকে যাচাই করে নিয়ে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে হবে।

৯। **সমন্বিত উপায়ে কৃষককে কৃষি সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান ঃ** শুধু শস্য নিয়েই কৃষি নয়। শস্য, মাছ, গছ, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি নিয়ে গড়ে উঠেছে কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা, তাই যতদুর সম্ভব প্রতিটি কৃষি পরিবারকে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা সেবা প্রদান করা অর্থাৎ শস্যের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি, পশু সম্পদ, মৎস্য চাষ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি বিষয়েও পরামর্শ প্রদান করা।

১০। **সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ঃ** দেশে অনেক সংস্থাই কম বেশি কৃষি সম্প্রসারণ কাজ করে থাকে এবং অনেক স্থানেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। এতে সম্পদের ও জনবলের অপচয় হয়ে থাকে। তাই সমন্বিতভাবে একে অন্যের সহযোগিতায় ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করা অপরিহার্য।

দেশের অনেক সংস্থাই কম বেশি কৃষি সম্প্রসারণ কাজ করে থাকে এবং অনেক স্থানেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে।

১১। **সমন্বিত উপায়ে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান ঃ** পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এমন প্রযুক্তি হস্তান্তর না করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রয়োগে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

অনুশীলন (Activity) : *কৃষি সম্প্রসারণ কাজের নীতির উপাদানগুলো আলোচনা করুন।*

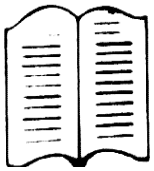

সারমর্ম : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটাতে, দারিদ্র্য দ রীকরণে আয় বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ সরকার কৃষি সম্প্রসারণ নীতি প্রণয়ন করেছে। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির **১১**টি উপাদান, উপাদানগুলো হলো - (১) সকল শ্রেণির কৃষকদের সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, (২) দক্ষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, (৩) বিকেন্দ্রীকরণ, (৪) চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, (৫) সকল শ্রেণির কৃষক দলকে ব্যবহার করা, (৬) সম্প্রসারণ ও গবেষণার সম্পর্ক জোরদারকরণ, (৭) সম্প্রসারণ চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ, (৮) উপযুক্ত সম্প্রসারণ পদ্ধতি, (৯) সমন্বিত উপায় সম্প্রসারণ সহায়তা প্রদান, (১০) সমন্বিত উপায়ে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ও (১১) সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির উদ্দেশ্য কোন্‌টি?

i) কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের সহযোগিতা ও সম্পূরকমুলক সেবা প্রদান
ii) কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে সেবা প্রদান উৎসাহিত করা
iii) কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে উৎসাহিত করা
iv) উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সেবা প্রদান উৎসাহিত করা

খ. বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কী বুঝায়?

i) জাতীয় পর্যায়ের পরিবর্তে নিম্নতম ধাপে কৃষি সম্প্রসারণ কার্মসূচি তৈরি করা
ii) জড়িত সকল পক্ষের সমন্বয়ে কর্মসূচি তৈরি করা
iii) কৃষকদের জড়িত করে কর্মসূচি তৈরি করা
iv) স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে কর্মসূচি তৈরি করা

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. কৃষি সম্প্রসারণ নীতির উপাদান ---------- টি।
খ. শুধু ---------- নিয়েই কৃষি নয়।

৩। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. উপযুক্ত সম্প্রসারণ পদ্ধতি হলে এক বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহার।
খ. কৃষকদের চাহিদা ও তাদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যার ভিত্তিতেই কৃষি কর্মসূচি প্রণয়ন করা উচিত।

পাঠ ১.৬ নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালার বাস্ড়বায়ন কৌশল

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালার বাস্তবায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

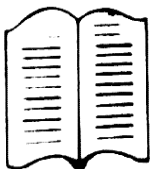

বাংলাদেশে সম্প্রসারণ কাজে জড়িত সকল সংস্থা যাতে নতুন সম্প্রসারণ নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বারটি কৌশল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় কর্তৃক কিছু কিছু সুপারিশ বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্যান্য সুপারিশগুলো যথাযথাভাবে প্রয়োগ করার জন্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিম্নে ১২টি সুপারিশ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সম্প্রসারণ নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি (EPICC) গঠন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

২। সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে চুক্তি সম্পাদন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, থানা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে পারস্পারিক সহযোগিতাভিত্তিক প্রকল্প স্থানীয়ভাবে প্রণয়ন করতে পারে। প্রকল্প প্রস্ড়াবনা অর্থায়নের জন্য সম্প্রসারণ নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটিতে (EPICC) পেশ করা যেতে পারে। প্রকল্প অবশ্যই পারস্পারিক সহযোগিতাসম্পন্ন এবং স্থানীয় কৃষকের চাহিদা ভিত্তিক হতে হবে।

৩। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যপরিধি পর্যালোচনা করা। থানা কৃষি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (TAECC), জেলা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কমিটি (DEPC) ও অঞ্চল পর্যায়ে কৃষি কারিগরি কমিটি (ATC) সমূহে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ সম্পৃক্ত। উক্ত কমিটিগুলোর কার্যবিধি পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে।

নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালার ওপর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি জাতীয় ভিত্তিক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।

৪। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালার ওপর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি জাতীয় ভিত্তিক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা। কৃষকগণ যাতে সম্প্রসারণ নীতিমালা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন তা স্থানীয়ভাবে প্রচারের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদের জন্য নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা (NAEP) গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের কাছে এখন দায়বদ্ধ।

৫। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা (NAEP) সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

৬। এন.জি.ওর সম্পদ ও সম্প্রসারণ সামর্থ ব্যবহার করার জন্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে উৎসাহ দেওয়া । কারিগরি তথ্য এন.জি.ও- দের কাছে যাতে পৌঁছে তা স্থানীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এসব তথ্য যেন তাদের সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয় সেটাও স্থানীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৭। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্যে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

৮। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অন্যান্য সংস্থাকে সেবা ও সমর্থন যোগায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের উপযোগী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর্মী রয়েছে যা স্থানীয়ভাবে অন্যান্য সংস্থাকে এই শক্তি সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করতে হবে। অন্যান্য সংস্থা যদি কোন নতুন প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে চায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অবশ্যই সহযোগিতা প্রদান করবে।

৯। সম্প্রসারণ কর্মীদের পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শস্য উৎপাদন ও পরিবেশ বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করা উচিত। স্থানীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যাতে শস্য উৎপাদন ছাড়া অন্যান্য কৌশলাদি সম্পর্কে অন্যান্য সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহের সংগে সহযোগিতা করে। প্রস্তাবিত থানা ও জেলা রিসোর্স সেন্টারে শস্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের ওপর বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

১০। সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহ নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য মাস্টার ট্রেনিং প্ল্যান প্রণয়ন করবে। এই সুপারিশটি বাস্তবায়নের জন্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর স্থানীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১১। সকল সম্প্রসারণ ও স্থানীয় সংস্থার ব্যবহারের জন্য থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ হলের ব্যবস্থা করা। যেখানে ট্রেনিং হলের সুবিধা রয়েছে তা যেন অন্যান্য সংস্থা জানতে পারে এবং ব্যবহার করার সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

১২। সম্প্রসারণ কর্মসূচি অবশ্যই পরিবেশ সহায়ক হবে। স্থানীয়ভাবে নিশ্চিত হতে হবে যে থানা সম্প্রসারণ কর্মসূচি যেন পরিবেশ প্রতিকূল কোন প্রযুক্তি প্রবর্তন না করে। যে সমস্ত প্রযুক্তি সম্পদের ব্যবহার উৎপাদন বাড়ায়, টেকসই এবং পরিবেশ অনুকূল- সেগুলো প্রবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে গবেষণা কেন্দ্রের পরামর্শ নিতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার আশা করছে, সকল সম্প্রসারণ সংস্থা এই বারটি সুপারিশ, যেখানে সম্ভব, বাস্তবায়ন করবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রত্যাশা, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ তাদের জন্য প্রয়োজ্য উল্লিখিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করবে।

অনুশীলন (Activity) : *নতুন সম্প্রসারণ নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুপারিশমালা সমূহ বর্ণনা করুন।*

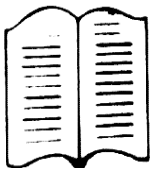

সারমর্ম : বাংলাদেশে সম্প্রসারণ কাজে জড়িত সকল সংস্থা যাতে নতুন সম্প্রসারণ নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কৌশলের প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ১২টি কৌশল সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে EPICC, TAECC, DEPC, ATC, NAEP কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা বাস্তবায়নে কয়টি সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে?

i) ৫টি
ii) ৭টি
iii) ৯টি
iv) ১২টি

খ. ইপিক (EPICC) কোন্ পর্যায়ের কমিটি?

i) তৃণমূল পর্যায়ের
ii) সর্বোচ্চ পর্যায়ের
iii) মধ্য পর্যায়ের
iv) জেলা পর্যায়ের

২. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. এটিসি (ATC) ---------- পর্যায়ের কমিটি।
খ. 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা' কে সংক্ষেপে ---------- রূপে প্রকাশ করা হয়।

৩। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচিকে অবশ্যই পরিবেশ সহায়ক হতে হবে।
খ. নতুন সম্প্রসারণ নীতিমালাতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের কাছে দায়বদ্ধ।

পাঠ ১.৭ কৃষি শিক্ষার ক্রমবিকাশ

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষার ক্রম বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

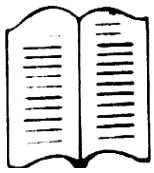

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের কর্মক্ষম মানুষের প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগের কর্মসংস্থান হয় কৃষি খাতে। জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ আসে কৃষি হতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই আসে কৃষি উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করে। কৃষিই তাই জাতীয় উন্নয়নের মূল স্তম্ভ। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের উৎপাদন সন্তোষজনক হারে বাড়ছে না। অপরপক্ষে বার্ষিক শতকরা প্রায় ২.৪ হারে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ফলে মাথাপিছু খাদ্য সরবরাহ কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই প্রতিবছরই গড়ে প্রায় ২০ হতে ২৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিশেষভাবে বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জ্বলোচ্ছাস ইত্যাদি হলে এ ঘাটতি আরও বেড়ে যায়। এ খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা দরকার। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি মাত্র পথ আমাদের সামনে খোলা আছে, যেমন- একক প্রতি উৎপাদন বাড়ানো।

একক প্রতি উৎপাদন বাড়াতে সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সকল প্রয়োগ করতে হবে। একাজটি বেশ কঠিন। একাজ দক্ষতার সাথে করতে হলে কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করতে করতে হবে। কৃষকগণ কৃষি শিক্ষায় যত বেশি শিক্ষিত হবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ তত বেশি বাড়বে। বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষার ইতিহাস খুব বেশি দিনের পুরাতন নয়। বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষা প্রথম শুরু হয় বৃটিশ আমলে। উইলিয়াম ক্যারী নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ১৮২০ সনে "এগ্রো হর্টিকালচারাল সোসাইটি নামে একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল বিদেশ হতে আনীত বিভিন্ন উন্নত জাতের বীজ কৃষকের মাঝে বিতরণ করা ও কৃষকদের সমস্যা অনুযায়ী উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ শিক্ষা দেওয়া। এই সোসাইটি বেশ কিছু কৃষি স্কুলও পরিচালনা করত। কলিকাতায় ১৯৮৬ সনে "বঙ্গবাসী স্কুল" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই স্কুলে কৃষির নিম্নলিখিত বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হতো ঃ (১) কৃষি (২) কৃষি বনায়ন (৩) উদ্যানতত্ত্ব (৪) জরিপ ও ড্রইং (৫) পশু চিকিৎসা ইত্যাদি (হালিম, ১৯৮৭)। কৃষি শিক্ষার নিমিত্তে ১৯২২ সনে সমগ্র বাংলায় দুটি কৃষি স্কুল স্থাপিত হয়। এর একটি ঢাকায় ও অপরটি পশ্চিম বাংলার চুচুড়ায়। কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই সে সময় চরম উপেক্ষিত ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পূর্ব হতে কৃষি শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। লর্ড আরউইন এর শাসন আমলে ১৯২৬-১৯৩১) ১৮২৮ সনে গঠিত রয়েল কমিশন কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এ কমিশনের সুপারিশের ভিডিতে ইম্পেরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার রিসার্স প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকায় ১৯২২ সনে যে কৃষি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেল, পরবর্তীতে বিভিন্ন নামকরণের পর বর্তমানে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে কার্যকর আছে। দেশে বর্তমানে মোট ১২টি সরকারি ৪টি বেসরকারি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে। এগুলোর স্থাপনের বছর, ধারণ ক্ষমতা ও খামারের আয়তন নিচে দেখানো হলো ঃ

এসব কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে প্রথম দিকে এক বছর মেয়াদি তারপর ২ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গ্রাম পর্যায়ে ও অন্যান্য কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেত। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে ২টি মৎস প্রতিষ্ঠান, ২টি ভেটেনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ২টি পশু সম্পদ প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধিন পরিচালিত হচ্ছে।

অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৯ সনে ঢাকায় উচ্চতর কৃষি শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে "বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৩৮ সনের ১১ই ডিসেম্বর এই ইনস্টিটিউটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ

হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই ইনস্টিটিউটে ১৯৪১-৪২ সনে প্রথম ছাত্র ভর্তি করা হয়েছিল। এ ইনস্টিটিউট হতে প্রথমে বিএসসি এজি ও পরে বিএজি ডিগ্রি প্রদান করা হতো।

পরবর্তীতে ১৯৪৮ সনে কুমিল্লাতে একটি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরে ১৯৫১ সনে ঢাকায় ও ১৯৫৬ সনে ময়মনসিংহে স্থানান্ড়রিত হয়। এই ভেটেরিনারি কলেজকে কেন্দ্র করেই ১৯৬১ সনে পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) এবং পাকিস্তান খাদ্য ও কৃষি কমিশন (১৯৬০) এর সুপারিশ অনুযায়ী পুর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এস এস সি পাশ শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো হতো এবং কোর্সের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। পরে ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষ হতে এইচ এস সি পাশ শিক্ষার্থীদের জন্য ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি (সম্মান) কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান কৃষি ইনস্টিটিউট ১৯৬৪-৬৫ সনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্ত কলেজ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। এরপর ১৯৭৯ সনে পটুয়াখালী জেলার দুমকিতে পটুয়াখালি কলের প্রতিষ্ঠিত হয়। গাজীপুর জেলার সালনায় ১৯৮৪ সনে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার সংক্ষেপে 'ইপসা' কে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুমোদিত হয়। ইপসায় কৃষির বিভিন্ন শাখায় এমএস ও পিএইডি পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজ, ইনস্টিটিউটসমূহের নাম, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর ও ধারণ ক্ষমতা নিচে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	ধারণ ক্ষমতা		
			স্নাতক	স্নাতকোত্তর	পিএইডি
১.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	১৯৬১	৬০০	৫০০	৫০
২.	বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	১৯৩৯	১০০	-	-
৩.	পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, পটুয়াখালী	১৯৭৯	৫০	-	-
৪.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ, দিনাজপুর	১৯৮৮	৫০		
৫.	ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার, সালনা, গাজীপুর	১৯৮৩	-	৩০০	৩০

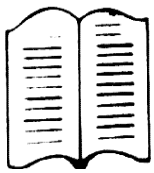

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের কর্মক্ষম মানুষের প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগের কর্মসংস্থান হয় কৃষি খাতে। জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ আসে কৃষি হতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই আসে কৃষি উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করে। একক প্রতি উৎপাদন বাড়াতে সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সকল প্রয়োগ করতে হবে। একাজটি বেশ কঠিন। একাজ দক্ষতার সাথে করতে হলে কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করতে করতে হবে। ঢাকায় ১৯২২ সনে যে কৃষি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেল, পরবর্তীতে বিভিন্ন নামকরণের পর বর্তমানে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে কার্যকর আছে। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সনে কুমিল্লাতে একটি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরে ১৯৫১ সনে ঢাকায় ও ১৯৫৬ সনে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। এই ভেটেরিনারি কলেজকে কেন্দ্র করেই ১৯৬১ সনে পাকিস্ড়ান শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) এবং পাকিস্তান খাদ্য ও কৃষি কমিশন (১৯৬০) এর সুপারিশ অনুযায়ী পুর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৭

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বঙ্গবাসী স্কুল কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল?

i) ঢাকায়
ii) কলিকাতায়
iii) গোপালগঞ্জে
iv) লাহরে

খ. কার শাসন আমলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়?

i) উইলিয়াম ক্যারী
ii) লর্ড লরেন
iii) লর্ড অরউইন
iv) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা ---------- ভাগ।

খ. দেশে বর্তমানে ---------- টি সরকারি ও ---------- টি বেসরকারি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউট আছে।

৩। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. কৃষি শিক্ষার নিমিত্তে ১৯২২ সনে সমগ্র বাংলায় দু'টি কৃষি স্কুল স্থাপিত হয়।

খ. বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

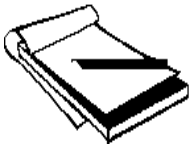

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আলোচনা করুন।

২। কৃষি সম্প্রসারণের গোড়ার কথা বর্ণনা করুন।

৩। কৃষি সম্প্রসারণের সংজ্ঞা লিখুন।

৪। বিভিন্ন মনিষী কৃষি সম্প্রসারণকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আলোচনা করুন।

৫। কৃষি সম্প্রসারণ একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া - ব্যাখ্যা করুন।

৬। কৃষি সম্প্রসারণের দর্শন কী ? উল্লেখ করুন।

৭। কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

৮। কর্মপঞ্জি পরিকল্পনার ছকটি তৈরি করুন।

৯। জরিপ করতে কী কী বিষয়াদি জানা দরকার।

১০। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

১১। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির ১১টি উপাদান কী কী? সংক্ষেপে উপাদানগুলো আলোচনা করুন।

১২। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালার বাস্তবায়ন সুপারিশগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ক. iv
২। ক. ১
৩। ক. স

১। খ. iv
২। খ. ২৩৫
৩। খ. মি

পাঠ ১.২

১। ক. i
২। ক. আমেরিকায়
৩। ক. মি

১। খ. ii
২। খ. ১৯১৪
৩। খ. স

পাঠ ১.৩

১। ক. iv
২। ক. ৩
৩। ক. স

৩। খ. i
২। খ. কখন
৩। খ. মি

পাঠ ১.৪

১। ক. ii
২। ক. আধুনিক প্রযুক্তি
৩। ক. মি

১। খ. i
২। খ. আর্থ সামাজিক
৩। খ. স

পাঠ ১.৫

১। ক. i
২। ক. ১১
৩। ক. স

১। খ. i
২। খ. শস্য
৩। খ. স

পাঠ ১.৬

১। ক. iv
২। ক. অঞ্চল
৩। ক. স

১। খ. ii
২। খ. NAEP
৩। খ. স

পাঠ ১.৭

১। ক. ii
২। ক. ২.৪
৩। ক. স

১। খ. iii
২। খ. ১২, ৪
৩। খ. মি